১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখো: (যেকোনো ৫টি)

ইতি , পাতাল, ফেড়ে , কুঁড়ে, জগৎ, আপন, পুরে।

উত্তর: ইঙ্গিত - ইশারা

পাতাল- ভূগর্ব

ফেড়ে। - ছিঁড়ে

ফুঁড়ে - ভেদ করে

জগৎ-পৃথিবী

আপন - নিজের

পুরে - অধিকারে এনে

২ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো|

২+৪+৪=১০ ক. কবি কোথা থেকে আসা ইজিত শুনতে চান এবং কেন? উত্তর: কবি মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা ইঙ্গিত শুনতে চান। কারণ মঙ্গলের অজানা রহস্য সম্পর্কে তিনি জানতে চান। খ. কবি আকাশে-পাতালে যেতে চান কেন? চারটি বাক্যে লেখো। উত্তর: কবির মনে অসীম বিশ্বকে জানার অদম্য কৌতূহল রয়েছে। তিনি পাতালের রহস্য ভেদ করতে চান। আবিষ্কার করতে চান আকাশের অদেখা দিকগুলো। এভাবে বিশ্বের সব অজানা রহস্যকে জানতে তিনি | আকাশে-পাতালে যেতে চান। গ. কবি বিশ্বজগৎ নিজের মুঠোয় পুরতে চান কেন? চারটি বাক্যে লেখো। উত্তর: কবি বিশ্বজগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান। অজানাকে, অদেখাকে আনতে চান নিজের আয়ত্তে। তার ইচ্ছা বিশ্বজগতকে খুব কাছ থেকে দেখবেন। তাই তিনি তা হাতের মুঠোয় পুরতে চান|

| সেট-৪ : সংকল্প প্রদত্ত কবিতাংশটি পড়ে ১ ও ২ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো: থাকব না কো বদ্ধ ঘরে

দেখব এবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ|

যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে। দেশ হতে দেশ দেশান্তরে

ছুটছে তারা কেমন করে, কিসের নেশায় কেমন করে

| মরছে যে বীর লাখে লাখে, কিসের আশায় করছে তারা

বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।। ১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখো: (যেকোনো ৫টি)| বদ্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর, নেশা, বীর , বরণ, মরণ-যন্ত্রণা। উত্তর:

বদ্ধ - বন্ধ|

যুগান্তর। | - অন্য যুগ। দেশান্তর - অন্য দেশ নেশা - আকর্ষণ। বীর|

সাহসী। বরণ : | সাদরে গ্রহণ

মরণ-যন্ত্রণা - মৃত্যুর মতো কঠিন যন্ত্রণা | ২ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো:

২+৪+৪=১০ ক. কবি বদ্ধ ঘরে না থেকে কী করতে চান? দুটি বাক্যে লেখো। উত্তর: কবি বদ্ধ ঘরে না থেকে পুরো জগৎটাকে দেখতে চান। অজানাকে জানার অদম্য কৌতূহল' থেকেই তিনি এমনটি করতে চান। খ. মানুষ কেন দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটছে? চারটি বাক্যে লেখো। উত্তর: অসীম বিশ্বকে জানার কৌতূহল মানুষের চিরকালের। মানুষ অজানাকে জানতে চায়, অদেখাকে দেখতে চায়। আবিষ্কার করতে চায় নতুন কিছু। এ কারণে মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটছে|

|

|

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী টেস্ট পেপারস # পরীক্ষা ২০১৮ | গ. কবি মঙ্গলের ইঙ্গিত শুনতে চান কেন? মানুষ কীসের জন্য মরণ| যন্ত্রণাকেও বরণ করে নিচ্ছে তা তিনটি বাক্যে লেখো। উত্তর: কবি মঙ্গল গ্রহের অজানা রহস্যকে জানতে চান বলেই সেই গ্রহের ইজিত শুনতে চান। এই জগতের অজানা রহস্যকে ভেদ করার ইচ্ছা মানুষের কাছে নেশার মতো। রহস্য উদ্ঘাটনের নেশায় মানুষ কঠিন পথে পা বাড়াতেও দ্বিধা করে না। মূলত জানার অদম্য ইচ্ছার কারণেই মানুষ মরণ-যন্ত্রণাকে বরণ করে নিচ্ছে|

| সেট-৫: সুন্দরবনের প্রাণী। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে। সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে ফোঁটা ফোটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ। একসময় সুন্দরবনে প্রচুর গণ্ডার ছিল, ছিল হাতি, ছিল বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই | তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দারবানের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়। যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্তু, পশুপাখি এক অমূল্য সম্পদ। দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, গাছপালা, বৃক্ষলতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলেই সে দেশের প্রাণিকূল জীবনধারণ করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছু নেই। একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শকুন দেখা যেত। শকুন দেখতে খুব সুন্দর পাখি তা কিন্তু নয়। এরা উড়ে বেড়ায় আকাশের অনেক উপরে। বাসা করে গাছের ডালে। মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শকুন খায় এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু শকুন এখন বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পাখি। প্রাণী, বৃক্ষলতা সবকিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্বংস করতে নেই। ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয় বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি। পশুপাখি ও জীবজন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মিলেমিশে থাকে। ১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখো: (যেকোনো ৫টি) গা, প্রচুর, জঙ্গল, আবর্জনা, পরিচ্ছন্ন, মিলেমিশে, বিলুপ্ত। উত্তর: গা - শরীর

প্রচুর - অনেক জঙ্গল

বন আবর্জনা ময়লা পরিচ্ছন্ন - পরিষ্কার মিলেমিশে - একসাথে

বিলুপ্ত - যা লোপ পেয়েছে ২ি নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো:

২+৪+৪=১০ ক. জীবজন্তু, পশুপাখিকে অমূল্য সম্পদ বলা হয়েছে কেন? দুটি বাক্যে লেখো। উত্তর: জীবজন্তু ও পশুপাখি প্রকৃতির দান। পরিবেশ রক্ষায় এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে এদের অমূল্য সম্পদ বলা হয়েছে। খ. পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছু নেই কেন? চারটি বাক্যে লেখো। উত্তর: প্রতিটি প্রাণী বা বৃক্ষলতাই পরিবেশের অংশ। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মিলেমিশে থাকে। এ সবকিছুই কোনো না কোনো কাজে লাগে বলে যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্তু ও পশুপাখি অমূল্য সম্পদ। আর তাই পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছু নেই। গ. প্রাণী, বৃক্ষলতা এসব ধ্বংস না করতে বলার চারটি কারণ লেখো। উত্তর: ১. প্রাণী, বৃক্ষলতা এসব প্রাকৃতিক সম্পদ। ২. পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছু নেই। ৩. কোনো কারণে এসব ধ্বংস হলে নেমে আসে নানা বিপর্যয় বন্যা ,

খরা, ঝড় ইত্যাদি। ৪. এগুলো আমাদের পরিবেশকে বসবাসের উপযোগী রাখে|

|

|